দৈনিক ইনকিলাব ... 156

তারিখ 27 MAY 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

সত্য কথা বলতে কি, বর্তমানে আমাদের দেশের প্রতিটি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় নকলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং অনেকেই এ অভ্যাস গড়ে নিয়েছে। আবার অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে থাকে শুধুমাত্র নকলের উপর নির্ভর করে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন শহর এলাকায় এ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী পাস করতে না পেরে মফস্বল এলাকা থেকে রীতিমত পাস করে আসে।

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় কেন নকল করে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন পড়াশুনা করে না। অনেক ছাত্র-ছাত্রীই প্রাইভেট শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। ফলশ্রুতিতে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে গুণগত সুবিধে পায় না। অল্প পড়লেই পাস করতে পারা যায়— এ ধরনের কথার উপর বিশ্বাস করে ছাত্র-ছাত্রীরা রীতিমত পড়াশুনা করে না। এ ধরনের উক্তি নিতান্তই ভিত্তিহীন, কেননা প্রবাদ বাক্যে আছে 'প্রতিভার জন্ম হয় না, প্রতিভার বিকাশ হয়।' ছাত্রদের আড্ডা দেয়া সমাজের জন্য এক অভিশাপস্বরূপ। কেননা এ আড্ডা থেকে ছাত্ররা বখাটে ও চরিত্রহীন হয়।

উপযুক্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা অনেক ছাত্র-ছাত্রীই পায় না অথবা অনেক ছাত্র-ছাত্রী করে না। অথচ খেলাধুলায় শরীর ও মন ভালো থাকে।

দায়িত্ববোধ জাগ্রতা করার জন্য প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষামূলক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা প্রয়োজন। এসব বিষয় সম্পর্কে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা যদি সতর্ক হই এবং প্রতিটি অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের এ সমস্ত বিষয়সমূহ বুঝান তা হলে তাদের ছেলেমেয়েরা সর্ব দিক থেকে পবিত্র হতে পারবে এবং ফলশ্রুতিতে পরীক্ষায় নকল করা থেকে তারা বিরত থাকবে। কেননা পরীক্ষায় নকল করার পিছনে নানা ধরনের প্রাসঙ্গিক কারণ জড়িয়ে আছে।

—মোস্তফা জসিম রায়হানী